Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ এপ্রিল, ২০১৮

৪১ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২ এপ্রিল, ২০১৮, সোমবার, ১৮ চৈত্র, ১৪২৪

মানুষের হাতে পঞ্চায়েত ফিরিয়ে দিতে কর্মীসভা, মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ মার্চ : লুঠেরাদের হাত থেকে পঞ্চায়েত মানুষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার শপথ নিয়ে কালনায় কর্মীসভা ও মিছিল সংগঠিত হয়। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সেনেরডাঙা হিমঘরে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুকান্ত কোনার। সভা পরিচালনা করেন বর্ষীয়ান নেতা শ্রীকুমার দুবে। সুকান্ত কোনার বলেন, রাজ্য সরকারের কাজ কর্ম দেখে সাধারণ মানুষই নন, ক্ষুব্ধ তৃণমূলের একটা অংশও। মানুষের সাথে শাসক দলের সমর্থক এমন বহু মানুষ চাইছেন এদের আর ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। শাসক দল এটা বুঝতে পেরেই তড়িঘড়ি পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করে দিল। যাতে সাধারণ মানুষ সংগঠিত হওয়ার আগেই যেন তেন প্রকারে নির্বাচন প্রক্রিয়ার কাজ শেষ করতে। আমরা বামপন্থী দলের দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে তা হতে দিতে পারি না। আমরা প্রতিটি মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করবো। এমনকি

—এরপর চারের পাতায়

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ১ এপ্রিল কালনা শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের একাংশের উদ্যোগে রবিবার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মিছিল সংগঠিত হয়। শহরের জবাড়িপাড়া মাঠে জমায়েত হওয়ার পর মিছিল শুরু হয়ে কালনা শহর পরিক্রমার পর জবাড়িপাড়াতেই শেষ হয়। এই সম্প্রীতি মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ছিলেন সরকারি ও পৌরসভার কর্মচারী, দোকানদার, ব্যবসায়ী, কবি সাংবাদিক। মিছিল থেকে শ্লোগান ওঠে—বাংলায় দাঙ্গাবাজদের স্থান নেই, দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে লড়ব আমরা এক সাথে দাঙ্গা-কবলিত এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পুনঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আসানসোল, রানিগঞ্জ সহ বিভিন্ন দাঙ্গা পীড়িত এলাকায় দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। মিছিলটি শহরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালনার সঙ্গে সঙ্গে গলসী, বর্ধমান শহর সহ জেলার সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মিছিল এদিন সংগঠিত হয়।

শ্রমিক সংগঠনের নতুন এরিয়া কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১ এপ্রিল : দাঙ্গা বাঁধিয়ে, ধর্মের নামে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষদের মধ্যে বিভাজন চাইছে দেশের শাসক শ্রেণি। জীবন-জীবিকার প্রশ্নে শ্রমিকেরা যাতে লড়াই-আন্দোলন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, এই চক্রান্তে মদত জোগাচ্ছে রাজ্যের তৃণমূলীরা ও দেশের বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিককে সজাগ থেকে একজোট হয়ে আন্দোলনে সামিল হতে হবে। গুসকরায় জোনাল সমন্বয় কমিটি

—এরপর চারের পাতায়

এ.এস.পি বিক্রি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে জন-জোয়ার

সাম্প্রদায়িক হানাহানি নয় রুটি-রুজি বাঁচাতে গণ-প্রতিরোধ গড়ে তোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ মার্চ : রাজ্য ও জেলার বিভিন্ন অংশে যখন সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়িয়ে পড়ছে তখন আশিস-জব্বারের শহিদভূমি দুর্গাপুর ঐক্য ও সংগ্রামের এক অনন্য নজির তৈরি করল। অ্যালয় স্টিলের বিক্রি বন্ধ এবং অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের দাবিতে দুর্গাপুর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথমঞ্চের ডাকে বিশাল মিছিল এবং এস.ডি.ও দফতরে আইন-অমান্য ও বিক্ষোভ-সমাবেশে হাজার হাজার ইস্পাত শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কণ্ঠে আওয়াজ উঠল—লড়াই কা ময়দান মে মজদুর মজদুর ভাই ভাই। আওয়াজ উঠল শ্রমিক ঐক্যের দুর্গকে আরও মজবুত করার।

মোদি সরকারের বেসরকারিকরণের করাল গ্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইলের ৫০০ রকমের বিশেষ ইস্পাত উৎপাদনকারি সংস্থা দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল কারখানা। বিপন্ন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। শিল্পনগরী দুর্গাপুরের দুই স্তম্ভ অ্যালয় স্টিল কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কেবল বিপন্ন তাই নয়। আগেই বন্ধ হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এম.এ.এম.সি, ফার্টিলাইজার সহ অন্যান্য ২০টি কারখানা। ধুঁকছে কেন্দ্রীয় তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি সংস্থা ডি.টি.পি.এস, রাজ্য সরকারি দাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি সংস্থা ডি.পি.এল। ১০০ শতাংশ বিলগ্নিকরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে রাজ্য সংস্থা দুর্গাপুর কেমিক্যালস। সংলগ্ন কয়লা অঞ্চলও কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত বেসরকারিকরণের বিভীষিকার

—এরপর দুয়ের পাতায়

প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে খুন অটোচালককে, ধৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৮ মার্চ : পূর্বস্থলী থানার পীলা গ্রাম পঞ্চায়েতে শ্রীরামপুরে 'নয়মাথা' এস.টি.কে. রোডে বাসস্ট্যান্ডে এক অটোচালককে অটোর ভিতর সাত/আট জনের এক দুষ্কৃতী দল ধারালো অস্ত্র, দা, হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথারিভাবে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে। স্থানীয় মানুষ জড়ো হলে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। এস.টি.কে.কে রোডে টহল দিচ্ছিল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা ক্ষতবিক্ষত অটোচালককে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

পূর্বস্থলী থানার তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক জানান, খুন হওয়া অটো চালকের বাড়ি মুকসিমপাড়া পঞ্চায়েতের জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে। নাম খোকন মোল্লা (৩৭)। প্রতিদিন

মহাদেবপুর গ্রাম থেকে বড় ডাঙ্গা, পাটুলী স্টেশনে অটো

—এরপর চারের পাতায়

চরম বায়ুদূষণের কবলে মন্তেশ্বরের গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ মার্চ : রাস্তার পাশ দিয়ে একটার পর একটা গড়ে ওঠা মুড়ি মিলের ধোঁওয়ায় চরম বায়ুদুষণের আওতায় গোটা একটি গ্রাম আটাশপুর। মন্তেশ্বর থানার বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামের আক্রান্ত পরিবেশ, আক্রান্ত কৃষি, আক্রান্ত মানুষ। এমনই অভিযোগ নিয়ে আটাশপুরের মানুষ হাজির হন বিডিও এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে। তাদের দাবি স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও মিশন নির্মল বাংলা নিয়ে যখন এত হৈচৈ, তখন এই দুই প্রকল্প অনুযায়ী ছাই ও ধোঁয়ার দূষণ থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। কালনা মহকুমা শাসক ও মন্তেশ্বর বিডিও এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আটাশপুর

গ্রামের রবিউল সেখ, মেহবুব মল্লিক, মিরাজ মল্লিক প্রমুখরা জানান, আমাদের গ্রামের রাস্তার পাশ দিয়ে একটা একটা করে সাতটি মুড়ি মিল গড়ে উঠেছে। মুড়ি মিলগুলিতে যখন কাজ শুরু হয়, তখন গোটা গ্রামের আকাশ বাতাস কালো ধোঁয়া ও ছাইয়ে ভরে যায়। মানুষের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। এখানে রয়েছে উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ছাত্র-ছাত্রী ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা নিতে আসা মানুষজন আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আক্রান্ত কৃষি। ফসলের ফলন কমে যাচ্ছে। কালনা মহকুমা শাসক নিতীন সিংহানিয়া জানান, গ্রামবাসীরা বিষয়টি আজ মৌখিক ভাবে বিডিওকে জানিয়েছেন। লিখিত অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্তেশ্বর বিডিও বিপ্লব দত্ত জানান— বায়ু দূষণের ব্যাপারটি দেখে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। আমরা বিষয়টি ওই বোর্ডকে জানাবো।

বোমা ফেটে উড়ে গেল বৃদ্ধার আঙুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ মার্চ : বোমা নাড়াচাড়া করার সময় তা ফেটে গিয়ে উড়ে গেল এক বৃদ্ধার হাতের পাঁচটা আঙুল। ঘটনাটি ঘটে নাদনঘাট থানার নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনার মাঠের ইটখোলায়। আহত বৃদ্ধা ঊষা বসাক এখন কালনা মহকুমা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এই বৃদ্ধার জামাইয়ের মৃত্যুর পর মেয়ে দীপালি বসাকের কাছেই তিনি থাকতেন। দীপালি দেবীর বক্তব্য এদিন বিকালে উঠোনে ঘুরতে ঘুরতে মা সুতুলিতে জড়ানো গোলাকার একটি বস্তু দেখতে পান। সেটি হাতে করে মা দেখতে গেলে বস্তুটি সশব্দে ফেটে যায়। মায়ের চিৎকারে কাছে গিয়ে দেখতে পাই মা'র হাতের আগুলগুলো উড়ে গিয়ে গলগল

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২ এপ্রিল, ২০১৮

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার সার্বিক প্রস্তুতি

হঠাৎই আকাশ থেকে পড়ার মতো পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেল। মাত্র কয়েকদিন আগে বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী আভাস দিয়েছিলেন ভোট হবে জুলাই-আগস্টে। মেদিনীপুরে গিয়ে বললেন ভোট হবে দু-মাস পর। অতি সম্প্রতি রাজ্য নির্বাচন কমিশন তার ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকেও ভোটের দিন নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। তারপর আচমকাই শনিবার ঘোষণা করে দিল নির্বাচনের নির্ঘন্ট। ভোট হবে হাতে-গোনা মাত্র ৩০ দিন পর—১ মে থেকে। ঘোষণার পরের দিন থেকেই ৯ এপ্রিল পর্যন্ত মনোনয়নপত্র পেশ—হাতে মাত্র ৯ দিন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময় থাকে সাধারণ তিন-চার দিন, কিন্তু সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে সাত দিন। গতবার ৮২০ কোম্পানি আধা-সামরিক বাহিনী এসেছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনই চেয়েছিল। এবার এ সম্পর্কে কোনো কথাই বলেনি। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জানিয়েছেন তিনি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের বিরুদ্ধে। ভোট হবে তিন দফায়। গতবার হয়েছিল ১৭ জেলায়, এবার হবে ২০টি জেলায়। রাজ্যের হাতে রয়েছে মাত্র ৪৬ হাজার পুলিশ। প্রথম দফার ভোটেই বুথের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। হিসাব দাঁড়ায় প্রতি বুথে একজনের বেশি সশস্ত্র পুলিশ থাকবে না। তাহলে কি আসল বাহিনী হিসাবে কাজ করবে রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়াররূপী তৃণমূল বাহিনী?

সমস্ত প্রক্রিয়াটি নিয়েই এরকম নানা সঙ্গত প্রশ্ন উঠছে। ভিতরে ভিতরে নিজের প্রস্তুতি সেরে বিপক্ষ দলগুলিকে প্রয়োজনীয় সময় না দেওয়ার জন্যই কি এই অকস্মাৎ দিন ঘোষণা? ঘোষণার পরেও যাতে বিরোধী দলগুলি যথেষ্ট প্রস্তুতির সময় না পায় সেজন্য মাত্র ৩০ দিনের মধ্যেই ভোটপর্ব সেরে ফেলার ব্যবস্থা? দলীয় প্রার্থী মনোয়নের সময়কেও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে বিরোধীদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার সুযোগ না থাকে। অন্য দিকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়কে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সুনিশ্চিতভাবে এই লক্ষ্যেই, যাতে জোর-জবরদস্তি করে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা যায়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সঙ্গে প্রস্তাবক ও আর একজনকে থাকতে হয়। তৃণমূল বাহিনী কি সে সুযোগ দেবে? মনোয়নপত্রের সঙ্গে প্রার্থীর ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়া বাধ্যতামূলক। বিডিও বা মহকুমা শাসক নয়, এবার সেই সার্টিফিকেট দেবেন প্রধান বা বিধায়ক। তাঁরা কি বিরোধী প্রার্থীদের সেই সার্টিফিকেট দেবেন?

এরকম প্রশ্ন অজস্র। উত্তরও জানা। নির্বাচনের কোনো পর্যায়েই যাতে বিরোধীরা তথা বামফ্রন্ট প্রার্থীরা এক কদমও এগোতে না পারে, তারই পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ তো গেল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নানা দিক নিয়ে প্রশ্ন। সর্বোপরি যে মূল প্রশ্নটির উত্তরও সবারই জানা, সেটি হলো এলাকায় এলাকায় তৃণমূলি সন্ত্রাস ও প্রার্থীদের ভয় দেখানোকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে প্রার্থী মনোয়ন থেকে শুরু করে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া ও ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগই বিরোধী প্রার্থী ও তার ভোটাররা না পায়।

গণতন্ত্রের নামে সেই প্রহসনেরই সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে তৃণমূলি সন্ত্রাসবাদীরা।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কবে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল? প্রথমসারির কোন কোন নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করা হয়?
২. কমিউনিস্ট নেতা অনিল বিশ্বাস কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৩. 'এক্স-রে' কে আবিষ্কার করেন? তাঁর জন্ম কবে? কত সালে তিনি 'এক্স-রে' আবিষ্কারের জন্য পদার্থে নোবেল পুরস্কার পান?
৪. 'ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে/সেবিকা, বান্ধবী, মাতা/তুমি একাধারে।" কে কবে কাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন?
৫. ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৬. কবে মঙ্গলপাণ্ডে ব্যারাকপুর সেনা ব্যাপারে লেফট্যানান্ট বগ ও লেফট্যানান্ট হিয়ার্সেকে গুলি করে হত্যা করে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা করেন? কবে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়?
৭. ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির নাম পরিবর্তন করে কবে 'ডেমোক্রেটিক লেফট' রাখা হয়?
৮. বিখ্যাত গোয়েন্দা 'ব্যোমকেশ বক্সী'-র স্রষ্টা কে? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
৯. বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান কবে যুদ্ধে নিহত হন? তাঁর সমাধি কোথায় আছে?
১০. পাটনা রেল স্টেশনে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুকে লক্ষ্য করে কারা কবে গুলি চালায়? জ্যোতি বসু প্রাণে বাঁচলেও কে নিহত হন?
১১. কালনা পৌরসভা কবে গঠিত হয়? কে কে উদ্যোগী ছিলেন?
১২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ধর্মান্ধতা একটি মনের অসুখ

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

টম আর জেরির মজার কাণ্ড কারখানা কার না ভালো লাগে? ইঁদুরের শয়তানিতে বেচারা বেড়ালের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন সম্ভব। যাঁরা নিয়মিত ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা এ্যানিমেল প্ল্যানেটের মতো চ্যানেল দেখে থাকেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন সদ্য জন্মানো শিশু বাইসনকে বাঁচাতে মা-বাইসন কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। চিতার চোয়াল থেকে কি করে হরিণ শিশু রক্ষা পায়। এসব ঘটনা নিয়মিত ঘটে না। শুনতে আশ্চর্য লাগবে কিন্তু এও দেখা গেছে যে ধাড়ি ইঁদুর তার বাচ্চা বাঁচাতে সাপকে তাড়া করেছে। আমাদের গল্প এখানে শুরু। তবে গল্প হলেও সত্যি, আর বিজ্ঞানসম্মত, কেননা আমরা পাঠকের দরবারে বিজ্ঞানের কথা বলতে এসেছি।

আসলে সময়ে সময়ে এই সব উন্নত প্রাণী ভয়ঙ্কর আর দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রেই এমনটা হতে পারে। মনে রাখতে হবে ইঁদুর সাপের চেয়ে অনেক উন্নত প্রজাতির প্রাণী। প্রাণীর মস্তিষ্ক এক আশ্চর্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। মানব মস্তিস্কের কথায় ভাবুন। নিউরন বা স্নায়ুকোষ হল এই সূক্ষ্মতম একক যা মানুষের সমস্ত শারীরবৃত্তীয় কাজ, চিন্তা ও মননের কাজ পরিচালনা করে। স্নায়ুতন্ত্রের অকৃত্রিম যোগাযোগ পরিচালিত হয় নানান রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে। আমাদের শরীরে এনজাইমের উপস্থিতি নানান বিক্রিয়ায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। আর হরমোন কোষ থেকে কোষে বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংকেত পাঠানোয় অংশ নেয়। তাই আণবিক গঠনের দিক থেকে এনজাইম বড় আর হরমোন আকারে ছোটো বলা যায়। শারীরবৃত্তীয় কাজে এনজাইম নির্দিষ্ট স্থানে নিঃসৃত হয় ও বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। বিক্রিয়া শেষে আবার পুরানো চেহারায় ফিরে আসে। হরমোন কিন্তু কার্যকারিতা ফুরালে তারও দিন শেষ। প্রশ্ন হল এ সব করে কে? আমরা বলি মস্তিষ্ক এসব করে। ঠিকই, সাদা কথায় মস্তিষ্কের এক একটা অংশ এক একটা কাজের জন্য দায়বদ্ধ। কথায় বলি হৃদয়বৃত্তি, কিন্তু হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড শুধুমাত্র রক্ত সঞ্চালন করে। কোষে কোষে রক্তের মাধ্যমে শক্তি পাঠায়। আর ঐ আমরা যাকে বলি হৃদয়বৃত্তি-বুদ্ধি, জ্ঞান, বোকামি সব কিছু মস্তিষ্কে—প্রেম, ভালোবাসা, হিংসা, ভয়, লোভ সব কিছু।

মস্তিষ্কের জৈব অংশটি অগ্রভাগ, মধ্যভাগ ও পশ্চাৎভাগ, এই তিনটি অংশে বিভক্ত। আমরা যাকে বলি গ্রে ম্যাটার, মস্তিষ্কের সামনের দিকের সবচেয়ে বড় এই অংশটির নাম সেরিব্রাল কর্টেক্স। মনোযোগ, উপলব্ধি, স্মরণ, ভাবনা-চিন্তা, ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অংশটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই সেরিব্রাল কর্টেক্সের মাঝ বরাবর নীচের দিকে রয়েছে vmPFC বা ভেন্ট্রমেডিয়াল প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স (ventromedial prefrontal cortex)। মানসিক আবেগ কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নৈতিক শিক্ষার মতো যুক্তিপূর্ণ ভাবনায় vmPF-এর ভূমিকা আজকের স্নায়ু-গবেষকদের অন্যতম আলোচনার বিষয়। এই অংশের নীচে রয়েছে ছোট্ট বাদামের মতো অমিগডলা (amygdala)। বিজ্ঞানীদের মতে ভয়, ভীতির পরিবেশে মস্তিষ্কের এই অংশের সংবেদন বেড়ে যায়। প্রশ্ন হল ভয়-ভীতি বলতে আমরা কি বুঝি? কেউ আরশোলায় ভয় পায় কেউ বা অন্ধকারে। ভয়ের কারণ লুকিয়ে আছে স্মৃতি আর মননের গভীরে মানুষের আন্তরিক দৈনন্দিন চর্চায়। যেমন নিয়মিত গণিতচর্চায় গণিতজ্ঞ হওয়া যায়। নিউরনে সঞ্চিত তথ্য পরিবেশের তাৎক্ষণিকতায় সেই সংকেতই বহন করবে যা মানুষটি আজন্ম চর্চা করে এসেছে। তাইতো আধুনিক শিক্ষায় শিশুদের নীতিশিক্ষার পাঠ, ভাষাশিক্ষার সংখ্যা চেনানো, যুক্তিবোধের চর্চা, পরিবেশের কথা শেখানো হয়।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। ক্লিশে হয়ে যাওয়া এই শব্দবন্ধ এখন বিজ্ঞানের কষ্ঠি পাথরে যাচাই করার সময় এসেছে। বিশ্বাস কি? লোভ, ভয়, বিশ্বাস ইত্যাকার বহু আলোচিত আবেগ বা সংবেদন মানব মস্তিষ্কের নানান তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। বিষয়টি জটিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অলৌকিক মোটেই নয়। সাপুড়ে বাড়ির শিশুরা সাপকে ভয় পায় না। কারণ আশৈশব সাপের সাথে বেড়ে ওঠা ওই শিশুদের মানসিক চর্চায় সাপজনিত ভয়হীনতার সংকেত লিপিবদ্ধ। আবার এই শিশু রেলস্টেশনের চলমান সিঁড়ি চড়তে ভয় পায়। vmPFC-এর ভূমিকা এখানেই। ভয় ভীতির আবেগের কেন্দ্র হল এই vmPFC।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বিজ্ঞানীমহলে সাড়া জাগিয়েছে। সারা বিশ্বে আজ হিংসার ঘটনা বেড়েছে। ভারতবর্ষ তথা আমাদের পশ্চিমবাংলাও এর থেকে মুক্ত নয়। আধুনিক বিশ্বে মৌলবাদ কিংবা ধর্মান্ধতা অন্যতম সমস্যা। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই ধর্মান্ধতার আজকের এই বাড়-বাড়ন্ত। এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মান্ধতার আদর্শকে লালিত করার প্রচেষ্টা চালু রয়েছে। মানুষে মানুষে বিভেদের এই মতাদর্শ আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বড় মাপের মানসিক অসুখ। ventromedial pre-frontal cortex-এর গুরুতর ক্ষতি ধর্মান্ধতার অন্যতম কারণ বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। আগ্রহী পাঠক Neuropsychologia-এর সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলি পড়ে দেখতে পারেন। চেতনার সীমাবদ্ধতা কিংবা প্রসারতা নির্ভর করে কোনো নতুন ভাবনাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করি অথবা একই সাথে কতগুলি বিষয় আমাদের ভাবনার মধ্যে বিরাজ করে। আমরা যাকে বলি ধীশক্তি বা চেতনা, তার পরিচালন কেন্দ্র সেরিব্রাল কর্টেক্স। দেশে প্রকৃত শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা, কর্মহীন অলস জীবনযাপন মানুষের বাঁচার ইচ্ছেটাকে যখন একটু একটু করে শেষ করে দিচ্ছে, ঠিক তখনি এইসব পিছিয়ে পড়া নেতিবাচক চিন্তার চাষ মগজে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই বড় লাভ। বলতে পারেন এসবে লাভ কি? পাগলের কিসে লাভ সে আর কেই বা জানে? না। উত্তরটা বিজ্ঞানসম্মত হল না। দেশের সিংহভাগ সম্পদের মালিক হাতে গোনা কয়েকজন। এরা আবার দেশের শাসকগোষ্ঠীকে কিনে রেখেছে। তাই শাসকদলের কেউ ভগবান গণেশে বিশ্বের প্রথম প্লাস্টিক সার্জারির প্রয়োগ দেখতে পান। কেউ বা ধর্মগ্রন্থে আইনস্টাইনের সূত্রের উৎস পেয়ে যান। বিজ্ঞানমন্ত্রী বিবর্তনের তত্ত্ব বাতিল করে দিতে চান। শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকুজি-কোষ্ঠী ও ভাগ্যগণনার পাঠদানে উৎসাহী। এ সব কিছুর মূলে কিন্তু সেই চেতনা, সেরিব্রাল কর্টেক্স, নিউরন, vmPFC, বৈদ্যুতিক সংকেত অথবা নিসৃত হরমোন অমোঘ কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া। আমাদের কিন্তু শিক্ষিত হতে হবে, বিজ্ঞানের পাঠ নিতে হবে এবং সে পাঠ নিতে হবে সংস্কারমুক্ত, উদার ও প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষকদের কাছে। আর শিক্ষার আদর্শ হবে বাস্তবানুগ, প্রগতি ও মানবতার পক্ষে; প্রকৃতির বিরুদ্ধচারণ করে নয় প্রকৃতি ও প্রাণের সঙ্গে, একসাথে।

রুটি-রুজি বাঁচাতে গণ-প্রতিরোধ গড়ে তোল

—প্রথম পাতার পর

মুখোমুখি। দুর্গাপুর-আসানসোল প্রত্যক্ষ করছে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলা রাজ্য সরকারের কারখানা ধ্বংস করার নীতি। নতুন কোনো শিল্প আসছে না। বেকারদের কাজ নেই। কর্মরতরা নতুন করে কাজ হারাচ্ছে। এই অবস্থায় নোবেল-জয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগপগম্যান যে ভারতের মহ-বেকারিত্ব-এর আশংকা করেছেন, তার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী হতে চলেছে একদা ভারতের অন্যতম শিল্পাঞ্চল, ভারতের 'রূঢ়' নামে খ্যাত দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল।

গড় দেড় বছর ধরে অ্যালয় স্টিলের বিক্রি বন্ধ এবং অ্যালয় স্টিল কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথমঞ্চ লড়াই চালাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে ১৫০-র বেশি বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়েছে। হাজার হাজার ইস্পাত শ্রমিক (স্থায়ী ও ঠিকা উভয়ে) অবসরপ্রাপ্ত ইস্পাত শ্রমিক সহ দুর্গাপুরের মানুষ এই সংগ্রামে সামিল হয়েছেন। দুর্গাপুর ছাড়িয়ে কোলকাতা ও দিল্লির বুকে জমায়েত হয়েছে। লড়াই-এর পাশে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়িয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সি.আই.টি.ইউ। সংসদে তপন সেন সহ অন্যান্য বিভিন্ন দলের সাংসদরা অ্যালয় স্টিলের বিক্রি বন্ধর বিরোধিতা করেছেন। গত বছরে বিক্রি বন্ধের বিরোধিতায় ৯২ শতাংশ শ্রমিক অ্যালয় স্টিলের ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে দুর্গাপুর (পূর্ব)-এর বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় ও রাজ্যে বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানালেও কোনো ফল হয়নি। ফলে দুর্গাপুরের মানুষের মনে কেন্দ্রের ভূমিকার সাথে সাথে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ জেগেছে।

আগামী ১১ এপ্রিল 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট'-এর পোষাকি নামের আড়ালে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিক্রির দরপত্র (টেন্ডার) জমা দেওয়ার শেষ দিন। আগামী ২ মে দরপত্র প্রকাশের দিন।

এই অবস্থায় অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিক্রি রুখতে, অ্যালয় স্টিল কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বাঁচাতে গণ প্রতিরোদের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ।

এদিন গান্ধী মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে এস.ডি.ও দফতরে যায়। সেখানে প্রথমে আইন-অমান্য ও পরে বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়। মিছিল চলাকালীন সিটি সেন্টারের মূল রাস্তা কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে বিক্ষোভ-সমাবেশে চলাকালীন এস.ডি.ও দফতর ও দুর্গাপুর কোর্ট চত্বর অবরুদ্ধ হয়। মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন যৌথমঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী ও বিকাশ ঘটক, বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, প্রাক্তন বিধায়ক বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, রথীন রায়, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, শম্ভুনাথ প্রামাণিক, শিবপ্রসাদ দাস, অরূপ রায়, অনিত মল্লিক, মলয় ভট্টাচার্য, বিজয় সাহা, পঙ্কজ রায় সরকার, সুবীর সেনগুপ্ত প্রমুখ। বিক্ষোভ-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ চলাকালীন যৌথমঞ্চের এক প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসক-এর সাথে দেখা করে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা যৌথমঞ্চের পক্ষ থেকে লেখা দুটি চিঠি তাঁর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য তুলে দেয়।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

ক্যান্সার আক্রান্তও বাঁচতে পারে

ডা. নাসিমা খোন্দকার

'ক্যান্সার আক্রান্তও বাঁচতে পারে'-এই শ্লোগান কার্যকর করতে গেলে ক্যান্সার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমাদের জানতে হবে। সমস্ত ক্যান্সারের আলোচনা করা এই পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আমি মহিলারা সর্বাধিক যেসব ক্যান্সারে আক্রান্ত হন তার সম্বন্ধে আলোচনা করছি। মানুষকে সচেতন করাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

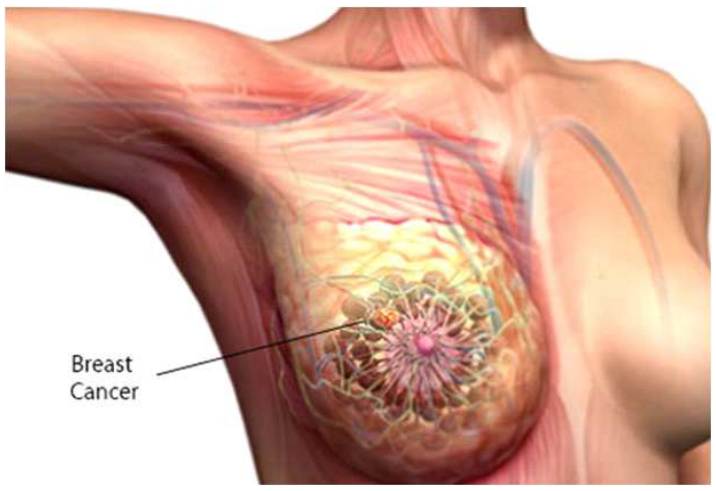

মহিলারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন স্তন ক্যান্সারে এবং জরায়ুর ক্যান্সারে—মূলত সারভ্যাইক্যাল ক্যান্সার [Cervical Cancer] (জরায়ুর নীচের অংশ) জরায়ুর মূল অংশের ক্যান্সার এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার।

■ স্তন ক্যান্সার ঃঃ

এই ক্যান্সার সমস্ত দেশের (উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের) মহিলাদের সবচেয়ে বেশি হওয়া ক্যান্সার। ২০১২ সালে আমাদের দেশে প্রায় ১৪৪৯২৭ জন মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এর মধ্যে প্রায় ৭০২১৮ জন মহিলা মৃত্যু মুখে পতিত হন। মৃতের হার প্রতি ১ লক্ষে ১২.৭ জন যা মহিলাদের সর্বোচ্চ মৃত্যুর কারণ।

স্তনের ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণগুলি হল—

১. **বয়স**—স্তন ক্যান্সার ৩৫ বছরের নীচে খুবই কম দেখা যায়। ৩৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে বাড়তে শুরু করে।

ভারতীয় মহিলাদের স্তন ক্যান্সার পশ্চিমি দেশের মহিলাদের তুলনায় ১০ বছর আগে শুরু হয়। ভারতীয়দের স্তন ক্যান্সার শুরুর গড় বয়স ৪২ বছর আর পশ্চিমি মহিলাদের ৫৩ বছর।

২. **পারিবারিক ইতিহাস**—যেসব পরিবারে স্তন ক্যান্সার হয়েছে সেখানে বাকি মহিলাদের স্তন ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

৩. **মাতৃত্ব**—কম বয়সে পরিণত গর্ভাবস্থায় প্রসবের প্রতিরোধমূলক ফল থাকে। প্রথম গর্ভাবস্থা যদি তিরিশের কোঠার শেষের দিকে হয় তবে স্তন ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৪. **ঋতুস্রাব**—কম বয়সে ঋতুস্রাব শুরু হলে এবং দেরি করে ঋতু বন্ধ হলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৫. **হরমোন**—এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন বেশি থাকলে স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশি হয়।

৬. **খাদ্যাভাস**—উচ্চ ফ্যাটযুক্ত খাবার এবং স্থূলতার সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক আছে।

৭. **অর্থনৈতিক দিক**—উচ্চ আর্থ-সামাজিক অবস্থায় স্তন ক্যান্সার বেশি দেখা যায়।

স্তন ক্যান্সার নিম্নলিখিতভাবে দেখা দিতে পারে—

১. স্তনের যে-কোনো জায়গায় শক্ত, ব্যথাহীন ভারি ফোলা। ২. শক্ত ফোলার ওপরে কুঁচকানো চামড়া অথবা চামড়ার নীচের টিস্যুর সঙ্গে আটকানো যা ফলে এটাকে নাড়ানো যায় না। ৩. স্তন বৃন্ত বা তার চারপাশে অস্বাস্থ্যকর ঘা। ৪. খুব কম ক্ষেত্রে অ্যাকিউট প্রদাহ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফোলা যা একটা ফোঁড়ার মত হয়। ৫. Lymph gland-এ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে গ্ল্যান্ডগুলি নিশ্চল হয়ে যায় অনেক সময় বগলে অথবা কলারবোনের ওপরে দেখা যায়। প্রায় ৬৫ শতাংশ টিউমার স্তনের ওপরের দিকের বাইরের অংশে দেখা যায়।

স্তন ক্যান্সারের ভোগান্তি এবং মৃত্যুকে কমিয়ে আনা যায় স্ক্রীনিং করে এবং তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করে।

স্তন ক্যান্সারের স্ক্রিনিং ঃঃ

১. মহিলাদের নিজের স্তন নিজে পরীক্ষা করা। রুটিন পরীক্ষার থেকে এই পদ্ধতিতে বেশি টিউমার ধরা পড়ে। এই পদ্ধতি রোগ নির্ণয়ের অন্য পদ্ধতির সঙ্গে সাহায্য করে। ২. চিকিৎসক দ্বারা স্তন পরীক্ষা। ৩. ম্যামোগ্রাফি (Mammography) সবচেয়ে সংবেদনশীল পরীক্ষা। তবে এই পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয়তা অনেক বেশি তাই কম বয়সীদের এই পরীক্ষা করা উচিত নয়। ৩৫ বছরের নীচের মহিলাদের পারিবারিক ইতিহাস না থাকলে অথবা টিউমারের উপসর্গ না থাকলে এই পরীক্ষা করা উচিৎ নয়।

■ জরায়ুমুখ (সারভাইক্যাল) ক্যান্সার ঃঃ

আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের পরে এটাই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্যান্সারে মৃত্যু কারণ। ২০১২ সালে ১২২৬৪৪ নতুন রোগীর রোগ নির্ণয় হয়েছিল এবং ৬৭৪৭৭ মহিলা এই রোগে মৃত্যুমুখে পড়েন। (মৃত্যুর হার ১ লাখে ১২.৪ জন)

যে কোনো ক্যান্সারের প্রতিরোধ করার প্রাথমিক শর্ত হল দ্রুত তাকে চিনে নেওয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জরায়ুমুখ ক্যান্সারের প্রধান উপসর্গ হল—

১. যোনি থেকে রক্তক্ষরণ। ২. সহবাসের সময় অথবা পরে ছিটেফোঁটা রক্ত দেখা দেওয়া। ৩. ঋতুকালীন সময় ছাড়াও সারা মাসে যে-কোনো সময় রক্ত স্রাব হওয়া। ৪. জলের মতো সাদা স্রাবের সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত রক্তের দাগ। ৫. যে-কোনো বেগ দেওয়া বা ভারি কাজের সঙ্গে রক্তের দাগ লাগা।

জরায়ুমুখ ক্যান্সার যাদের হবার সম্ভাবনা বেশি—

১. অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া। ২. যৌনকর্মী। ৩. একাধিক পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক এবং অল্প বয়সে যৌন ক্রিয়াকলাপ শুরু করা। ৪. যারা নানা ধরনের যৌনরোগে আক্রান্ত। ৫. যাদের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) সংক্রমণ থাকে। ৮০-৯৫ শতাংশ সারভাইক্যাল ক্যান্সারের কারণ এই HPV Virus-এর সংক্রামণ।

প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রতিরোধের প্রধান উপায়—

১. বেশি ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপের ক্যান্সার নির্ণয়ের পরীক্ষা। ২. চল্লিশের বেশি বয়স্ক মহিলাদের বাৎসরিক পরীক্ষা। ৩. HPV আক্রান্ত মহিলাদের বাৎসরিক পরীক্ষা করা ও তাদের পর্যবেক্ষণ করা বা ফলোআপ করা।

সচেতনতা এবং জরায়ুমুখ ক্যান্সারের প্রকোপ থেকে মুক্তির উপায়

১. সারভাইক্যাল স্মিয়ার (Cervical Smear) ও প Staining)।

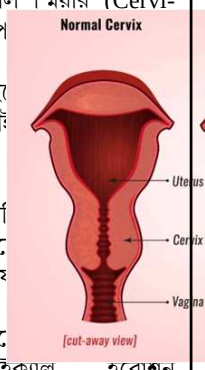

২. ১৩ বছ মেয়েদের সারভা ভ্যাকসিন (HPV উচিত।

৩. যেসব মা দেওয়া হয়নি তা করতে হবে এবং বয়স যাই হোক ভ্যাকসিন দিতে হ

৪. সারভাইক্যাল হরোশন (Erosion) বা ঘা হলে (Ulcer) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ দ্বারা দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে।

সারভাইক্যাল ক্যান্সার হচ্ছে এমন একটা ক্যান্সার যার সাথে নির্দিষ্টভাবে Human Papillome Virusé-এর সম্পর্ক আছে। এর টীকা আরও প্রচারে আনা সরকারি, বেসরকারি স্তরে এবং এর সরবরাহ বাড়িয়ে সহজলভ্য করা ভীষণভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

আপনার চিকিৎসক বা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে আপনার বাড়ির মেয়ে, বোন, আত্মীয়া, পাশের বাড়ির মেয়ে সবাই HPV টীকা পায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

লেখক ঃঃ চিকিৎসক (মেডিসিন ঃঃ গাইনি ও অবস্টেট্রিক্স)
যোগাযোগ ঃঃ ৯৮৩৬৬৩৩১১১

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে সি ভি রমন স্মরণ

আব্দুস সবুর

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর সারা দেশ এই দিনটি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালন করে। ১৯২৮ সালের এই দিনে বিজ্ঞানী সি ভি রামন তাঁর যুগান্তকারী 'রামন এফিক্ট' আবিষ্কারটি জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। এই আবিষ্কারের জন্যই ১৯৩০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ভারতবর্ষের সিভি রামন প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের সম্মান অর্জন করেন। সিভি রামন মূলত আলোক এবং শব্দ বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়েই গবেষণা করেন। ছাত্র জীবনেই হাতেখড়ি বিজ্ঞান গবেষণায়। ১৯০৬ সাল। সিভি রামন মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ এম.এ-র ছাত্র। ১৯০৭ সালে তাঁর পরপর দুটি গবেষণাপত্র 'নেচার' এবং 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ ছাপা হয়।

প্রথম দিকের কর্মজীবনে সিভি রামন এমন পরিবেশ পাননি। চাকরি জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতায় ফিনান্স অফিসে। সহকারী অ্যাকাউটেন্ট হিসাবে।

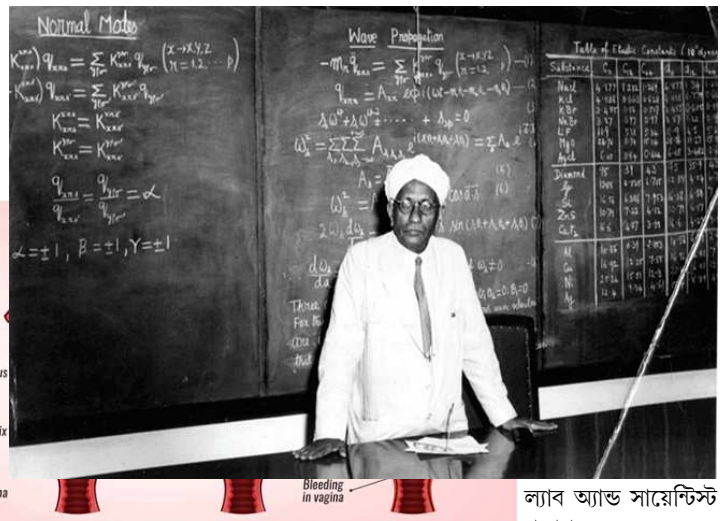

থেকে রোজ ট্রামে চেপে আফসে যাওয়া, আর সন্ধ্যায় ফেরা, এক দিন ট্রামে করে ফেরার পথে বাসায় যাবার কিছুটা আগে নজরে পড়ল একটা সাইন বোর্ড। 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স'। সি ভি রামনের মন বহুদিন যাবৎই খুঁজছিল এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। উৎসাহী রামন ঢুকে গেলেন ভিতরে। তাঁর মনে হল এবার বুঝি বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ পেলেন। এটা ছিল এ দেশে নবজাগরণ আবহে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সাধনায় প্রতিষ্ঠান।

অফিস শেষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় চলে আসতেন এখানে। গবেষণা শেষে রাত্রে পায়ে হেঁটেই ফিরতেন প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বাড়িতে। এই গবেষণাগারেই তাঁর নোবেলজয়ী গবেষণায় 'রামন এফেক্ট'-এর কাজ করেন। বিজ্ঞান গবেষণায় আরও সময় দেবার তাগিদে অবশ্য নিজের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পেশা নিয়েছিলেন সিভি রামন।

১৯৩০ সাল; পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য দেশ জুড়ে 'স্বদেশী'রা মানুষকে উদ্দীপ্ত করবার কাজ করছেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে সংগঠিত হয় শতাধিক ধর্মঘট। কারখানায় শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উদ্দীপনা। গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। উঠেছে লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবি। দেশের এই প্রেক্ষাপটে ১৯৩০-র ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের ঘোষণা। সিভি রামনেরও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। এই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি জাতির কাছে নিয়ে আসে গভীর অর্থ। আমরা বিশ্ব সেরা সম্মানের শিরোপা অর্জন করতে পারি। পরাধীনতার গ্লানি, সুযোগ-সুবিধা-অভাব-সত্ত্বেও মননে ও মেধায় জাতি হিসাবে আমরা কারো চেয়ে কম নই। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর নোবেল প্রাপ্তি যেমন আমাদের পরাধীন ভারতে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছে তেমনি বিজ্ঞানে সিভি রামনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি আমাদের আত্মবিশ্বাসকে জাগরুক করতে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে।

আগামী প্রজন্মকে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে আরও বেশি বেশি সম্পদ সংযোজিত করতে উৎসাহ করে তোলার অভিসম্পাতেই সিভি রামনের রামন এফেক্ট-এর আবিষ্কার দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের ঘোষণা করা হয়েছে।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ফ্রিলান্স সাংবাদিক টি ভি পদ্মা অনলাইন জার্নাল 'দ্য ওয়ার'-এ এক নিবন্ধ 'টু থাইসেন্ড সেভেনটিন হোয়েন কাওস ল্যাব অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট প্রকাশ করে বলেছেন এদেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার, কিভাবে এখন বিজ্ঞান গবেষণাগারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সাইফন করে নিয়ে যাচ্ছে ওদের তথাকথিত গোবর ও গোমূত্রের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায়। অন্যদিকে অর্থভাবে ধুঁকছে বিজ্ঞানের গবেষণা।

শুধু কি তাই? একদিকে যেমন 'সিউজে সায়েন্স', মিথকে ও বিজ্ঞানের মর্যাদায় বসাবার কাজ চলছে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোতেও, যেমন সচেতন ও পরিকল্পিত উদ্যোগ এখন সদস্য প্রয়াত বিজ্ঞানী অধ্যাপক পি এম ভার্গবের ভাষায় বিজ্ঞান মানসিকতাহীন এক বিজ্ঞানী সমাজ নির্মাণ-র যারা এ কাজে বিজ্ঞান বিরোধী শক্তিকে অক্সিজেন জুগিয়ে যাবেন, অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী এক প্রকল্প বাস্তবায়ন। যাতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আধুনিক মনন, বিজ্ঞান ভাবনা দানা না বাঁধে। যাতে ওরা ওদের হিন্দুত্ব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মস্তিষ্ক চিন্তা রহিত, বিবেক বর্জিত, রেজিমেন্টেড, ফ্যাসিস্ট হিটলারের 'ঝটিকা বাহিনী'র মতো আগ্রাসী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী হিসাবে গড়ে ওঠে। আর এজন্যই অন্যান্য অংশের মানুষের সাথে এ দেশের বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞান কর্মীরাও পথে নেমেছেন।

গত ৯ আগস্ট, ২০১৭ দেশ জুড়ে 'মার্চ ফর সায়েন্স'ই তার বহিঃপ্রকাশ। নিঃসন্দেহে ভাবতে হবে আমাদের। সভ্যতার জন্য, বর্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জোরদার করতেই হবে।

—এরপর চারের পাতায়

টাকা না মেলায় বধূকে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৩১ মার্চ : পণ দেওয়া সত্ত্বেও চাহিদামতো শ্বশুরবাড়ি থেকে মেলে না টাকা। তার জেরে স্বামীর হাতে খুন হতে হল এক গৃহবধূকে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মেমারি থানার শ্রীধরপুর নপাড়া গ্রামে। বধূর বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী সুবল ক্ষেত্রপালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত বধূর নাম পূজা ক্ষেত্রপাল (২৮)। শ্রীধরপুর নপাড়া গ্রামে পেশায় মোটরভ্যান চালক যুবক সুবল ক্ষেত্রপালের সাথে তার বিবাহ হয়। তাদের একটি ৭ বছরের পুত্রসন্তান আছে। পুলিশ নপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে বধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। তদন্তকারী এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন। গৃহবধূর মাথায় ভারি লোহার রড দিয়ে মারার চিহ্ন আছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সি ভি রমন স্মরণ

—তৃতীয় পাতার পর

১৯৮৬ সাল থেকেই জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন হলেও, ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছরের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট থিম বাছাই করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের থিম হচ্ছে 'সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর সাসটেইনেবল ফিউচার'। মানে 'টেকসই ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ বিবেচনায় আমরা সকলেই চিন্তিত। মানব জাতির জন্য কেমন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে? এমনটা কেন হবে? ধনবাদের কাছে শৃঙ্খলিত হওয়ায় সংস্কৃতিতে দৃশ্যমান দেখছি ইতরতা, বিপন্নতা। বিপন্নতা প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং সমাজ জীবনে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে বলেছেন 'খানা খন্দ', তাঁরই ভাষায় এ হচ্ছে ধন গরিমার ইতরতার ফলশ্রুতি। সাম্প্রতিক উদারবাদী জমানার বিবেচনাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সংকটকে যদি দেখি তাহলে দেখব চলমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ভোগবাদী সাংস্কৃতিক আবহকে কেমনভাবে ইন্ধন দিচ্ছে। ভৌত-জৈবিক পরিবেশের উপর আরও বেশি বেশি করে চাপ সৃষ্টি করছে। সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য উদার অর্থনীতির বেপরোয়া অভিযান চাইছে প্রকৃতিকে নিংড়ে নেবার পূর্ণ স্বাধীনতা। দেশে মোদি জমানায় বহুজাতিক কর্পোরেটদের ক্ষুধার কাছে দেশের শাসক গোষ্ঠী অতি দ্রুততার সাথে, ঝড়ের গতিতে এ-দেশের জল-জঙ্গল, জমিন-খুলে দিচ্ছে। অন্য দিকে সচেতনভাবে যুক্তি বিরোধী, বৌদ্ধিক আবহ বিরোধী আবহ নির্মাণ হচ্ছে দেশ জুড়ে। বেপরোয়াভাবে আর.এস.এস-এর নাগপুর হেড কোয়ার্টার থেকে, রাষ্ট্রীয় মদতেই এদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসেছে 'অ্যান্টি সায়েন্স ব্রিগেড'। শুধু আমাদের দেশেই নয় অন্য দেশেও এখন 'বিজ্ঞান বিরোধী সংস্কৃতি'র আবহ। অনেকে বলছেন—ইতিহাসের এ এক কঠিন সময়। আমাদের সকলের টেকসই, উন্নত ভবিষ্যতের জন্য এই বিজ্ঞান-বিরোধী সংস্কৃতির নীল নকশাকে প্রতিহত করতেই হবে। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে তাই আমাদের অঙ্গীকার হোক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান ভাবনায় জারিত হয়ে আমাদের মেরুদণ্ড ঋজু রেখে সোচ্চার হতেই হবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ, মজফ্‌ফর আহমদ, ভবানী সেন, জ্যোতি বসু সহ একাধিক নেতৃত্বকে। ২. ২০০৬ সালের ২৬ মার্চ, জন্ম ১.৩.১৯৪৪। ৩. বিজ্ঞানী কনরাড রন্টজেন। জন্ম ১৮৪৫ সালের ২৭ মার্চ, ১৯০১ সালে নোবেল পান। ৪. স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতাকে, ১৮৯৮ সালের ২৭ মার্চ। ৫. ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ। ৬. ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, ফাঁসি ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল। ৭. ১৯৯১ সালের ২৯ মার্চ। ৮. সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯৯ সালের ৩০ মার্চ, বিহারের পূর্ণিয়ায় জন্ম। ৯. ১৬০৭ সালের ৩১ মার্চ, বর্ধমান শহরের পীর বাহরামে। ১০. আনন্দমার্গী সমর্থক, ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ, আলি ইমামের মৃত্যু হয়। ১১. ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রিল, পণ্ডিত তর্কবাচস্পতি, মহারাজ মহাতবচঁদ এবং ড. গোবিন্দদেব বাহাদুর। ১২. ১৯৪২ সালের ১ এপ্রিল।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

.নতুন এরিয়া কমিটি

—প্রথম পাতার পর

সম্মেলনে এই আহ্বান জানান শ্রমিক নেতা আভাস রায়চৌধুরী।

তিনশো কুড়ি জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিবেদন পেশ করেন অপল মাজি। বারো জন তার উপর আলোচনা করেন। সম্মেলনের প্রারম্ভে প্রতিনিধিরা এলাকায় মিছিল সংগঠিত করেন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন শ্রমিক নেতা রবী পাত্র। ললিত পাশোয়ান ও দশরথ তুরী নামাঙ্কিত মঞ্চ হতে এদিন গুসকরা পূর্ব ও পশ্চিম এরিয়ায় দুটি আলাদা কমিটি সর্বসম্মতভাবে গঠিত হয়। জয়প্রকাশ রায়কে সম্পাদক ও দোলদাস কর্মকারকে সভাপতি করে পূর্ব এরিয়া এবং কোহিনূর গাঙ্গুলীকে সম্পাদক ও স্বপন কোনারকে সভাপতি করে পশিচম এরিয়া কমিটি নির্বাচিত হয়। রবী পাত্রর নেতৃত্বে সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

উড়ে গেল বৃদ্ধার আঙুল

—প্রথম পাতার পর

করে রক্তপাত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে খবর পেয়ে নাদনঘাট থানার পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে আরো একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। বাড়ির উঠানে কি করে বোমা এল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

খুন অটোচালককে

—প্রথম পাতার পর

নিয়ে যাতায়াত করতো। খোকন মোল্লা পরিবারের পক্ষ থেকে আটজনের নামে খুনের অভিযোগ দায়ের করে। তাদের মধ্যে সত্য অধিকারী নামে শ্রীরামপুর গ্রামের একজনকে গ্রেপ্তার করলেও বাকিরা পলাতক।

ডাককর্মী বন্ধুদের প্রতি

আমাদের বহু গ্রাহক ও পাঠক অভিযোগ করছেন যে তাঁরা ডাকযোগে পত্রিকা পাচ্ছেন না। এমনও অভিযোগ আসছে কেউ কেউ তিন-চারটি সংখ্যা একসঙ্গে পাচ্ছেন। ডাক কর্মীবন্ধুদের প্রতি আমাদের অনুরোধ গ্রাহকরাই পত্রিকার চালিকা শক্তি। সময়মতো ও নিয়মিত তাঁদেরকে পত্রিকা দিয়ে আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। — *কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

মানুষের হাতে পঞ্চায়েত

—প্রথম পাতার পর

তৃণমূল সমর্থকদের বাড়িতেও। গেলে দেখবেন—প্রতিটি মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা সব উজাড় করে দেবেন। কারণ কেউ ভালো নেই। তৃণমূলের কয়েকজন নেতা কর্মী ছাড়া ওই দলের বিরাট অংশের সমর্থকরাও ভালো অবস্থায় নেই। আমাদের নতুন শক্তি ওরাই। কেউ কেউ ভাবছেন—সিপিআই(এম) পশ্চিমবাংলায় নেই, মুছে গেছে। আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা মরে যাইনি। অনেকে শাসক দলের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক বিজেপির দিকে পা বাড়াচ্ছেন, তাদের বোঝাতে হবে বিজেপির নীতি। তাদের নীতির কারণে সাধারণ মানুষ কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন তা পরিষ্কার হবে। সে দায়িত্ব আমাদের মতো কর্মীদের তা দক্ষতার সাথে পালন করতে হবে। সভা শেষে মিছিল শুরু হয়ে গোটা সেনেরডাঙা বাজার পরিক্রমা করে। এই মিছিল সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৩০ মার্চ মেমারি-১ পূর্ব ও পশ্চিম ২ এরিয়া কমিটির ডাকে অনুরূপ কর্মীসভা হয় মেমারি বিডিও অফিস পাড়ার বাগানবাড়িতে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষকনেতা জয়দেব মুখার্জী। এখানেও প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। তিনি সর্বস্তরে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে সামিল করার আহ্বান জানান। কর্মীসভা শেষে এক বিশাল মিছিল বাজার পরিক্রমা করে চকদিঘি মোড়ে শেষ হয়।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit our website : **www.natunchithi.co.in**
email : weeklynatunchithi@gmail.com

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

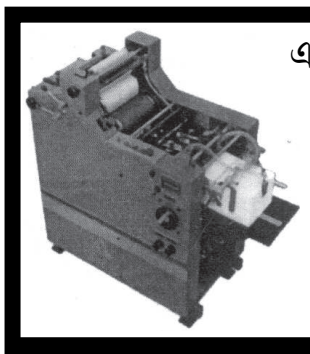

সাধনা প্রেস

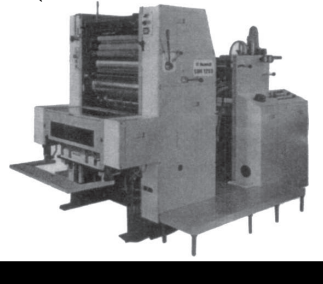

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা